নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ৫২ নং আইন)

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় একটি ট্রাস্ট স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত একটি ট্রাস্ট স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। ।বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) “অভিভাবক” অর্থ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা বা পিতা বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত কোনো অভিভাবক;

(২) “উপদেষ্টা পরিষদ” অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

(৩) “চেয়ারপারসন” অর্থ বোর্ডের চেয়ারপারসন;

(৪) “জেলা কমিটি” অর্থ ধারা ২০ এর অধীন গঠিত জেলা কমিটি;

(৫) “ট্রাস্ট” অর্থ ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট;

(৬) “তহবিল” অর্থ ট্রাস্টের তহবিল;

(৭) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৮) “নিবন্ধিত সংগঠন” অর্থ ধারা ২১ এর অধীন নিবন্ধিত কোনো সংগঠন;

(৯) “নিয়োগপ্রাপ্ত অভিভাবক” অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো অভিভাবক;

(১০) "নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" অর্থ ধারা ৩ এ উল্লিখিত যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি;

(১১) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১২) "বোর্ড" অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(১৩) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৪) "বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ এমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মূলধারার শিক্ষার পরিবর্তে বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হয়;

(১৫) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ ধারা ৩০ এর অধীন নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(১৬) "সদস্য" অর্থ চেয়ারপারসন ও ভাইস চেয়ারপারসনসহ বোর্ডের কোনো সদস্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতার ধরন

৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত এবং ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা ও প্রতিকূলতার ভিন্নতা বিবেচনায়, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস্ (autism or autism spectrum disorders);

(খ) ডাউন সিনড্রোম (down syndrome); (গ) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা(intellectual disability); এবং

(ঘ) সেরিব্রাল পালসি (cerebral palsy)।

অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস

৪। যাহাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত লক্ষণসমূহের মধ্যে দফা (ক), (খ) ও (গ) এর উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে এবং দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ), (জ), (ঝ), (ঞ) ও (ট) তে উল্লিখিত লক্ষণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে, তাহারা অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস্ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা :-

(ক) মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা;

(খ) সামাজিক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ, ভাববিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজ-কর্মের সীমাবদ্ধতা;

(গ) একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি;

(ঘ) শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা;

(ঙ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতা বা খিচুনী;

(চ) এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং একই ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের অসমতা;

(ছ) অন্যের সহিত সরাসরি চোখে চোখ (eye contact) না রাখা বা কম রাখা;

(জ) অতিরিক্ত চঞ্চলতা, উত্তেজনা বা অসঙ্গতিপূর্ণ হাসি-কান্না;

(ঝ) অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি;

(ঞ) একই রুটিনে চলার প্রচন্ড প্রবণতা; এবং

(ট) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য।

[ব্যাখ্যা ।-অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস্ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশের এইরূপ একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা যাহা শিশুর জন্মের এক বৎসর ছয়মাস হইতে তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না এবং তাহাদের চেহারা ও অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতই হইয়া থাকে। ইহারা পরিবেশের সহিত যথাযথভাবে যোগাযোগ করিতে পারে না, যেমন-ভাষার ব্যবহার রপ্ত করিতে না পারা, নিজের ভিতর গুটাইয়া থাকা, ইত্যাদি। তবে, অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এই ধরনের ব্যক্তিরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।]

ডাউন সিনড্রোম

৫। কোনো ব্যক্তির মধ্যে এইরূপ কোনো বংশানুগতিক (genetic) সমস্যা, যাহা ২১ তম ক্রমোসোম জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রমোসোমের উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং মৃদু হইতে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, দুর্বল পেশীক্ষমতা, খর্বাকৃতি ও মঙ্গোলয়ড মুখাকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইলে, তিনি ডাউন সিনড্রোমসম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা চিত হইবেন।

৬। নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোনো ব্যক্তি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা :-

(ক) বয়স উপযোগী কার্যকলাপে তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা;

(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা, যেমন-কার্যকারণ বিশ্লেষণ, শিক্ষণ বা সমস্যা সমাধান;

(গ) দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা, যেমন- যোগাযোগ, নিজের যত্ন লওয়া, সামাজিক দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, লেখাপড়া, ইত্যাদি; বা

(ঘ) বুদ্ধাঙ্ক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম।

সেরিব্রাল পালসি

৭। (১) অপরিণত মস্তিস্কে কোনো আঘাত বা রোগের আক্রমণের কারণে যদি কোনো ব্যক্তির,-

(ক) সাধারণ চলাফেরা ও দেহভঙ্গিতে অস্বাভাবিকতা, যাহা দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে;

(খ) মস্তিস্কের ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাণ পরবর্তীতে হ্রাস বা বৃদ্ধি না হয়; এবং

(গ) উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়,

তাহা হইলে তিনি সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) পেশী খুব শক্ত বা শিথিল থাকা;

(খ) হাত বা পায়ের সাধারণ নড়াচড়ায় অসামঞ্জস্যতা বা সীমাবদ্ধতা;

(গ) স্বাভাবিক চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা বা ভারসাম্য কম থাকা;

(ঘ) দৃষ্টি, শ্রবণ, বুদ্ধিগত বা সর্বক্ষেত্রে কম বা বেশী মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ততা;

(ঙ) আচরণগত সীমাবদ্ধতা;

(চ) যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা; বা

(ছ) এক হাত বা দুই হাত অথবা এক পা বা দুই পা অথবা এক পাশের হাত ও পা বা উভয় পাশের হাত ও পা আক্রান্ত হওয়া।

তৃতীয় অধ্যায়
ট্রাস্ট স্থাপন, উদ্দেশ্য, ইত্যাদি

ট্রাস্ট স্থাপন

৮। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুযায়ী নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করিবে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি

অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহার নামে উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

ট্রাস্টের কার্যালয়

৯। ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় থাকিবে ঢাকায় এবং বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১০। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে, সমাজের অংশ হিসাবে মর্যাদার সহিত বসবাস করিবার উপযোগী করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে,-

(ক) যথাসম্ভব শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা;

(খ) উপযোগী শিক্ষা ও কারিগরী জ্ঞানের ব্যবস্থা করা; এবং

(গ) সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করা।

উপদেষ্টা পরিষদ

১১। (১) ট্রাস্টের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা, ক্ষেত্রমত, প্রতিমন্ত্রী, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী একই সঙ্গে উক্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিলে, উক্ত ক্ষেত্রে প্রতিমন্ত্রী সদস্য হইবেন;

(গ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঘ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঙ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ছ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(জ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঝ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঞ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ট) তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঠ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ড) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;